নারীর যৌনরোগ

ডায়াগনোসিস ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

এ. এম নাঈম আহমেদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

নারীর বহির্জনন তন্ত্র ---১
যোনি পিড়ি---১
বৃহৎ ভগোষ্ঠ ---১
ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ---২
ভগাঙ্কুর ---২
মূত্র ছিদ্রের উচ্চাংশ বা ভেস্টিবিউল --------------------------------------২
যোনিমুখ ও সতীচ্ছদ--৩
মুলাধার --৩
নারীর অন্তর্জনন তন্ত্র --৩
যোনি নালী ---৪
জরায়ু---৫
গর্ভকালে জরায়ু ---৬
জরায়ুর বন্ধনী বা লিগামেন্ট --৭
চওড়া বন্ধনী বা লিগামেন্ট --৭
ধমনী ও শিরা--৭
শিরা---৮
স্নায়ু --৮
ডিম্ববাহী নালী---৮
ডিম্বাশয় ---৯

স্তনদ্বয়---------- ১০
প্ল্যাসেন্টা বা গর্ভফুল এবং ভ্রুনের ঝিল্লি ---------- ১১
গর্ভফুলের অস্বাভাবিকতা---------- ১২
নাভিরজ্জু ---------- ১২
নাভিরজ্জুর অস্বাভাবিকতা ---------- ১৩
ভ্রুণের আবরণ ---------- ১৩
অন্ত ভ্রুনাবরণ---------- ১৩
ভ্রুনের বাইরের আবরনের ঝিল্লী ---------- ১৩
তরল পদার্থ---------- ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীর রোগসমূহের শ্রেণীবিভাগ---------- ২০
ঋতুস্রাব সম্পর্কীয় রোগসমূহ ---------- ২০
নারীর যৌবনে পদার্পন ---------- ২০
ঋতুস্রাব ---------- ২২
ঋতুস্রাব হওয়ার কারণ ---------- ২২
ঋতুবন্ধতা বা এ্যামেনোরিয়া---------- ২৪
কারণসমূহ---------- ২৪
প্রথম ঋতুস্রাব আরম্ভে বিলম্ব হওয়া---------- ২৬
গৌন বা সেকেন্ডারী ঋতুবন্ধতা ---------- ২৭
অনিয়মিত ঋতুস্রাব ---------- ২৭
অধিক দিন পর পর ঋতুস্রাব ---------- ২৮

অল্পদিন পর পর ঋতুস্রাব ---------- ২৮
জরায়ুর রক্তস্রাব বা মেট্রোরেজিয়া ---------- ২৯
অতি অল্প ঋতুস্রাব বা ওলিগোমেনোরিয়া ---------- ২৯
অতি রজস্রাব বা মেনোরেজিয়া ---------- ৩০
জরায়ুর কর্মক্ষমতার লোপের দরুণ রক্তস্রাব বা ডিসফাংশনাল জরায়ুর রক্তস্রাব - ৩১
ঋতুস্রাবের সময় প্রচুর রক্তস্রাব বা মেট্রোপেথিয়া হেমোরেজিয়া ---------- ৩২
অস্থানিক অন্তজরায়ু বা এন্ডোমেটরিওসিস ---------- ৩৩
অস্থানিক অন্তজরায়ু বা এন্ডোমেট্রিওসিস ইন্টারনার লক্ষণ ---------- ৩৩
যন্ত্রণাপূর্ণ মাসিক ঋতুস্রাব বা ডিসমেনোরিয়া ---------- ৩৪
আক্ষেপিক ডিসমেনোরিয়া ---------- ৩৪
আক্ষেপিক বা স্পাসমোডিক ডিসমেনোরিয়ার কারণসমূহ ---------- ৩৫
রক্ত সঞ্চার বা রক্তাধিক্যজনিত ডিসমেনোরিয়া ---------- ৩৬
ঋতুস্রাবের পূর্বে পীড়ন বা প্রিমেন্সট্রুয়াল টেনশন ---------- ৩৭
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া ---------- ৩৭
শ্বেতপ্রদরের কারণসমূহ ---------- ৩৮
জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানে ব্যতিক্রমজনিত রোগসমূহ -------- ৪০
জরায়ুর পশ্চাৎবর্তন বা রেট্রোফ্লেকশন অব দি ইউটেরাস ---------- ৪০
জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা নীচের দিকে নেমে যাওয়ার কারণসমূহ ---------- ৪১
জরায়ুর স্থানচ্যুতির প্রকারভেদ ---------- ৪২
লক্ষণ ---------- ৪২
অর্বুদ বা টিউমার ---------- ৪৩
জরায়ুর গ্রীবার ক্যান্সার ---------- ৪৩
লক্ষণ ---------- ৪৪

জরায়ুর মাইওমেটা টিউমর---------- ৪৪
লক্ষণ ---------- ৪৫
ডিম্বাশয়ের টিউমর---------- ৪৫
স্তনের ক্যান্সার---------- ৪৬
হর্মোনের ত্রুটিজনিত রোগসমূহ---------- ৪৭
সাইমন্ডস রোগ ও শীহ্যান্স সিনড্রোম ---------- ৪৭
মেনোপজাল সিনড্রোম---------- ৪৮
মিক্সিডিমা অথবা হাইপোথাইরয়েডিজম ---------- ৪৯
স্ত্রী পুরুষে বা পুরুষ স্ত্রীতে রূপান্তর হওয়া বা সিওডোহারমাফ্রোডাইটিজম------ ৫০
বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান না হওয়া বা স্টেরিলিটি ---------- ৫২

তৃতীয় অধ্যায়

চিকিৎসা

যৌন মিলনের উপসর্গ---------- ৫৬ – ৬১
ভগাংকুরের উপসর্গ ---------- ৬২ – ৬৩
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া ----------৬৪ – ১৪৭
ঋতুস্রাব বা রজঃস্রাবের উপসর্গ ---------- ১৪৮ – ২৪২
ডিম্বাশয়ের উপসর্গ---------- ২৪৩ – ২৯৫
অতিরিক্ত যৌনতা উপসর্গ---------- ২৯৬ – ২৯৭

যৌন উত্তেজনা উপসর্গ ---------- ২৯৮ – ৩০৬
নারীর বন্ধ্যাত্ব উপসর্গ ---------- ৩০৭
জরায়ুর উপসর্গ ---------- ৩০৮ – ৪৪১
যোনির রোগ উপসর্গ ---------- ৪৪২ – ৪৭৩
গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব উপসর্গ ---------- ৪৭৪ – ৪৮৭
স্তনের রোগ উপসর্গ ---------- ৪৮৮ – ৫৩৮
স্তনবৃন্তের রোগ উপসর্গ ---------- ৫৩৯ – ৫৫৩
প্রসবের সময় উপসর্গ ---------- ৫৫৪ – ৫৭৭
গর্ভফুলের উপসর্গ ---------- ৫৭৮ – ৫৭৯
প্রসবোত্তর বা প্রসবান্তিক উপসর্গ ---------- ৫৮০ – ৫৯৮
গর্ভাবস্থায় উপসর্গ ---------- ৫৯৯ – ৬৫২
প্রসূতাবস্থায় উপসর্গ ---------- ৬৫৩ – ৬৭০

প্রথম অধ্যায়

নারীর বহির্জনন তন্ত্র

নারীর বহির্জনন তন্ত্র কয়েকটি অংশে নিয়ে গঠিত হয়। যেমনঃ

১। যোনি পিড়ি (Mons Veneris),

২। বৃহৎ ভগোষ্ঠ (Labia Majora),

৩। ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ (Labia Minora),

৪। ভগাঙ্কুর (Clitoris),

৫। মূত্র ছিদ্রের উচ্চাংশ (Vestibule),

৬। মুলাধার (Perineum)।

যোনি পিড়ি
(Mons Veneris)

এটি হলো সিম্ফাইসিস, পিউবিসের সামনে একটি মেদের দ্বারা গঠিত প্যাডের মত অংশ। ইহা যৌবনাগমনে লোম দ্বারা আচ্ছাদিত হয় (চিত্র - ৬)

বৃহৎ ভগোষ্ঠ
(Labia Majora)

ইহা যোনি দ্বারের দু'পাশে দুটি অবস্থিত থাকে। এই দুইটি হলো দুটি চর্মের তৈরী ঠোঁটের মত তার মাঝে মেদ থাকে। এর মধ্যে কিছু পেশীর তন্তু ও সরু রক্তবাহী নালীও থাকে। পূর্ণ বয়স্ক নারীর এই দুটি প্রায় তিন ইঞ্চি করে দীর্ঘ হয়। এর বাইরের দিকে লোম থাকে; ভিতরের দিকে মসৃন হয়ে থাকে। গর্ভকালে ঠোট দুটি খুব ফুলে উঠতে পারে (চিত্র - ১, ৬, ১৩)।

এর প্রতিদিকেই ভেতরে ভাঁজের মধ্যে একটি করে গ্রন্থি থাকে- তাকে বলে বার্থলীন গ্রন্থি। এই নালী সতীচ্ছেদ বা হাইমেনের কাছে উন্মুক্ত হয়। নারীর যোনি উত্তেজিত হলে এই গ্রন্থি থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়ে যোনি মুখকে পিচ্ছিল করে তোলে। এই নিঃসরণে বাধা পড়লে এবং প্রদাহ হলে বার্থলিন সপূঁজ স্ফোটক বা ফোড়া সৃষ্টি হতে পারে।

ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ

(Labia Minora)

ইহা ছোট, ভেজা লোমহীন দুটি ভাঁজ করা চর্ম। বৃহৎ ভগোষ্ঠের ভিতরে উপরের দিকে এই দুটি থাকে। উপরে এটি মিশে ক্লাইটোরিস বা ভগাঙ্কুরকে ঘিরে রাখে। এটি নিচের দিকে একত্র মিশে গিয়ে মুলাধার পিঠ যোনি ও বিটপের সন্ধিস্থান বা দ্বিশাখাকৃতি ত্বক (Fourchette) সৃষ্টি করে থাকে (চিত্র - ১, ৬, ১৩)।

ভগাঙ্কুর

(Clitoris)

এটি একটি ক্ষুদ্র সোজা বস্তু। এটি একটি সরু চর্ম দ্বারা আবৃত থাকে, যাকে প্রেপিউস বলা হয়ে থাকে (চিত্র - ৬, ১৩)।

মূত্র ছিদ্রের উচ্চাংশ বা ভেস্টিবিউল

(Vestibule)

ইহা ক্লাইটোরিসের নিম্নে একটি মসৃণ সামান্য উচ্চ অংশ, এর কেন্দ্রে থাকে নারীর মূত্রনালী। ইহা যোনিমুখের উপরের দিকে থাকে (চিত্র - ১৩)।

যোনিমুখ ও সতীচ্ছদ

(Vaginal Orifice and Hymane)

মূত্রছিদ্রের উচ্চাংশের নিম্নে যোনির মুখ থাকে এবং তা কুমারী নারীদের ক্ষেত্রে প্রায়ই সতীচ্ছদ দ্বারা আবৃত থাকে। নারীর প্রথম যৌন মিলনের সময় এটি ছিন্ন হয়ে যায়, সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় না, সামান্য লেগে থাকে। পরবর্তীকালে সন্তান জন্মের পর এর কোনও অস্তিত্ব থাকে না (চিত্র - ৪, ৬, ১৩)।

মুলাধার

(Perineum)

বহির্জনন তন্ত্রের চারপাশের অংশ হলো মুলাধার। দুটি উরুর ভিতরের দিকের চর্ম, পেশী, মেদযুক্ত অংশ দিয়ে মুলাধার গঠিত হয়। নারীর উরুর ভিতরের দিকের চর্মের রঙ এবং মুলাধারের রঙ একই ধরনের হয়ে থাকে। এর নিচের অংশে থাকে পায়ুচ্ছিদ্র যেখান দিয়ে মল নির্গত হয়। মুলাধার মসৃন এবং এখানে কোন লোম থাকে না। লোম থাকে কেবল কামাদ্রি ও ভগোষ্ঠ দুটির বাইরের দিকেই।

নারীর অন্তর্জনন তন্ত্র

নারীর অন্তর্জনন তন্ত্র সম্পূর্ণভাবে তার দেহের ভেতরে বা বস্তিকোটরে অবস্থিত থাকে। নারীর অন্তর্জনন তন্ত্র কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো ঃ

১। যোনিনালী (Vaginal Canal),

২। জরায়ু (Uterus),

৩। ডিম্ববাহী নালী (Fallopian Tube),

৪। ডিম্বাশয় (Ovary)

তরল পদার্থ

(Liquor Amnii)

যখন গর্ভ এগিয়ে চলে, তখন ভ্রূণ ঝিল্লির স্তরের ভিতরে একটি তরল পদার্থ থাকে। এই তরল পদার্থ থাকে বলেই ভ্রূণের সঙ্গে জরায়ুর ধাক্কা লাগে না। এই তরল পদার্থে বেশির ভাগ থাকে পানি, কিছু এপিথেলিয়াম, কিছু লবণ, এলবুমিন এবং ইউরিয়া। এই তরল পদার্থ খড়ের রঙের হয়ে থাকে এবং মুত্র থেকে একে পৃথকভাবে চেনা কঠিন।

যদি শিশুর মৃত্যু ঘটে বা কোন ধরনের বিপদ হয়, তাহলে এই পানিটি ঘন রঙের হয়ে থাকে। শিশুর জন্মের সময় এই পানির পরিমাণ ১ থেকে ৩ পাঁইট মত থাকে, কিন্তু এটি বেশিও হতে পারে। ৪ - ৫ পাঁইট এমনকি ৭ - ৮ পাঁইট পর্যন্ত পানি দেখা গেছে। বেশি পানি থাকলে তাকে বলা হয় হাইড্রামনিয়োস (Hydramnios). আবার অনেক সময় পূর্ণ সময়ের আগেই প্রসব হলে ঝিল্লি ছিঁড়ে গিয়ে কম পরিমাণ পানি বের হয়ে থাকে। তাকে বলা হয় ওলিগ্যামনিয়োস (Oligamnios) অবস্থা। এই পানির উৎস সঠিক বলা যায় না, তবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা ধারণা এটি এপিথেলিয়ামের একটি নিঃসরণ মাত্র।

এই পানিতে ইউরিয়া থাকে বলে মনে করা হয় যে, শিশুর দেহের মূত্র রোধ হয়ে এসে এতে জমা হয়। যমজ সন্তান হলে অনেক সময় একটিতে বেশী পানি ও অন্যটিতে কম পানি জমতে দেখা যায়।

১। এই পানি ভ্রূণকে বেশি চাপ থেকে রক্ষা করে।

২। পেটের ধাক্কা থেকে এটি ভ্রূণকে রক্ষা করে।

৩। এটি থাকে বলে ভ্রূণটির অনেকটা নড়াচড়া করতে সাহায্য হয়ে থাকে।

৪। এই পানির জন্য ভ্রূণের দেহের তাপ নষ্ট হয় না।

৫। এই পানি সন্তান প্রসবের সময় শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করে, কারণ ঝিল্লি ছিঁড়ে পানি বের হয়ে জরায়ু এবং যোনিকে পিচ্ছিল করে থাকে।

৬। এই পানি জরায়ু মুখের প্রসারণে সাহায্য করে থাকে।

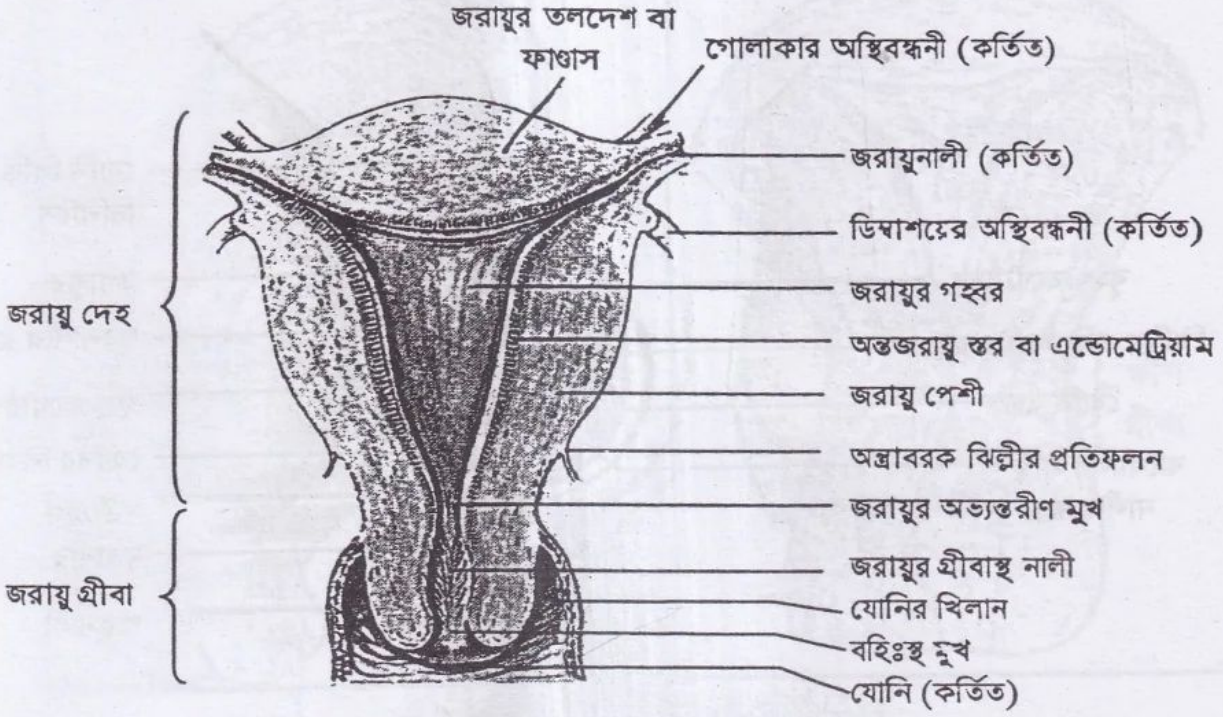

চিত্র ৪ ঃ জরায়ুর কর্তন করা অবলোকন।

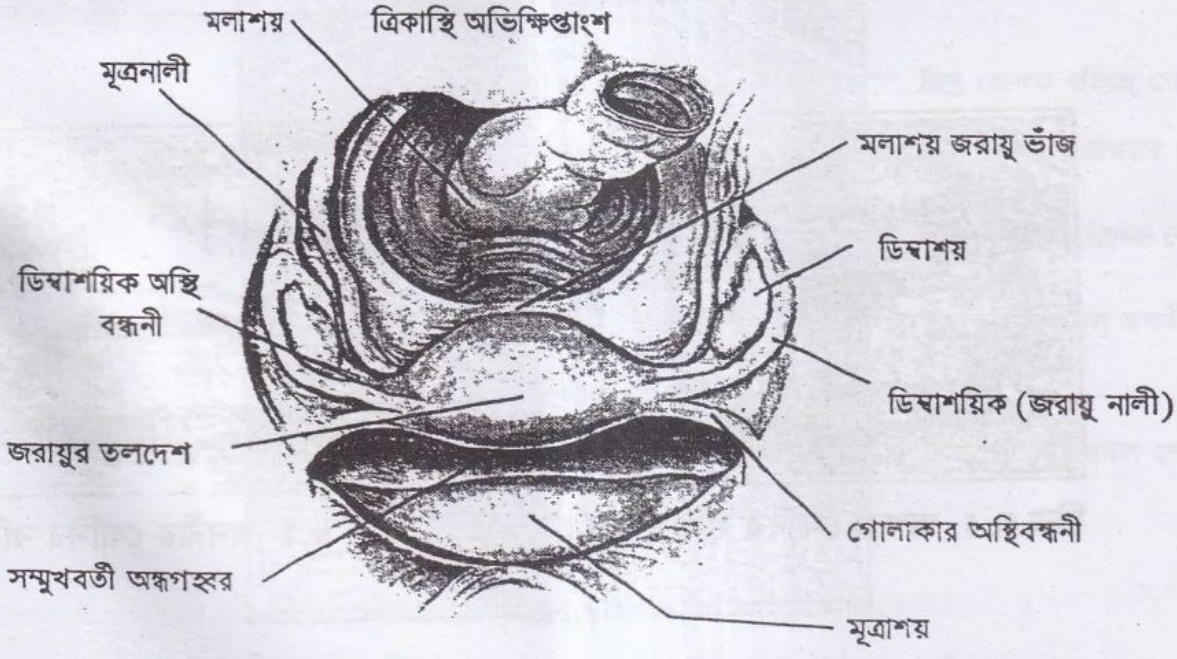

চিত্র ৫ ঃ নারীর শ্রোণী (Pelvic) অভ্যন্তরস্থ উপর এবং সম্মুখভাগ দেখানো হচ্ছে।

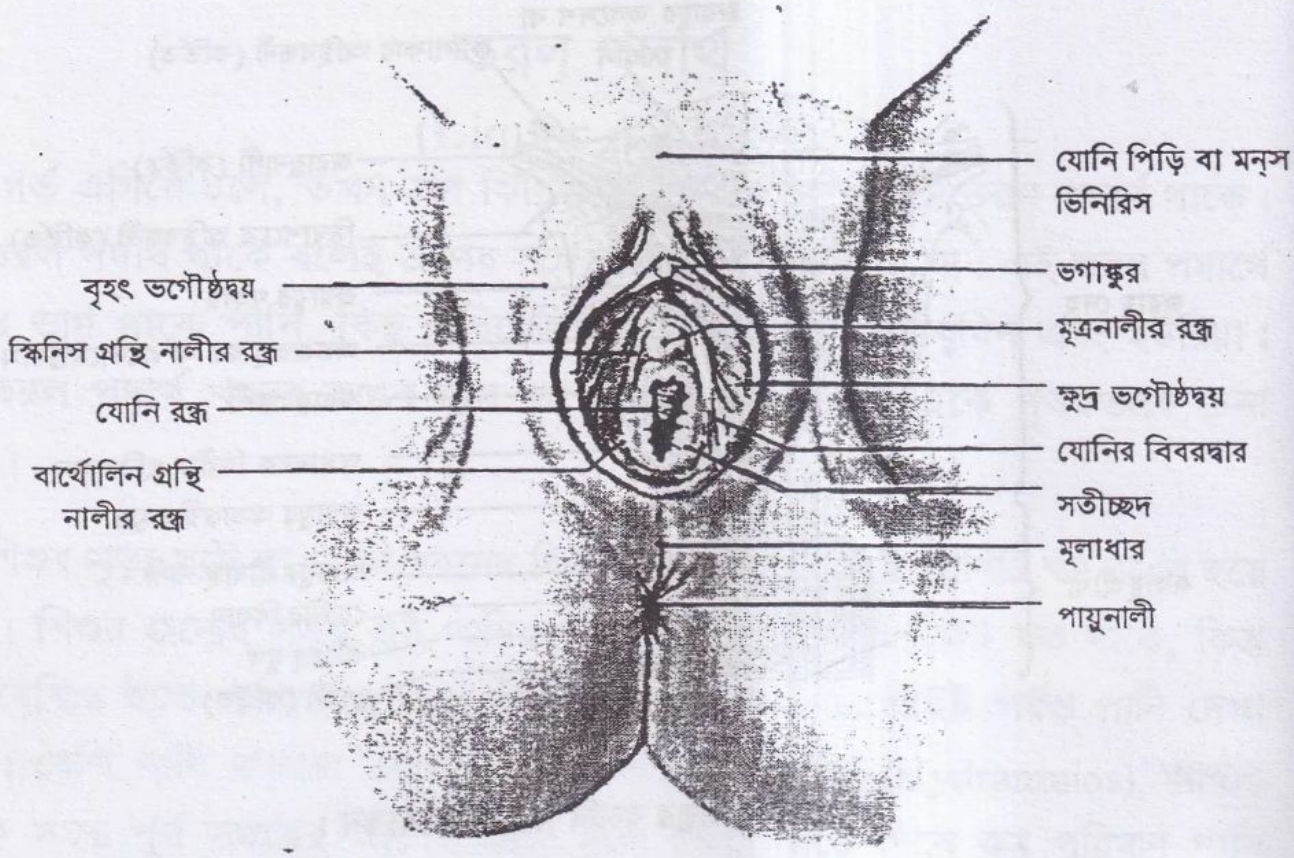

চিত্র ৬ ঃ নারীর বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয় দেখানো হচ্ছে।

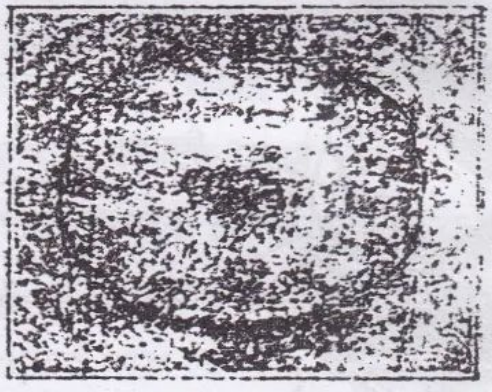

চিত্র ৭ ঃ অক্ষত যোনির বহিঃস্থ মুখ

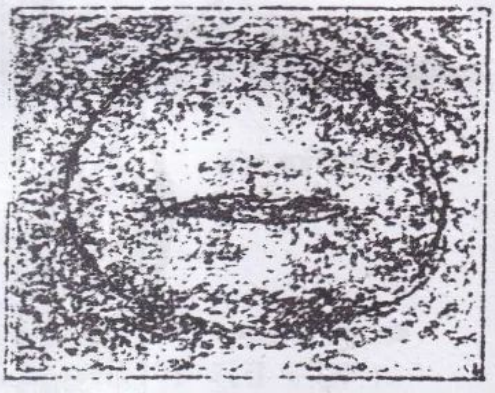

চিত্র ৮ ঃ জননীর যোনির বহিঃস্থ মুখ

চিত্র ৯ ঃ প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক জরায়ুর তীরাকার ছেদন দ্বারা দেখানো হচ্ছে

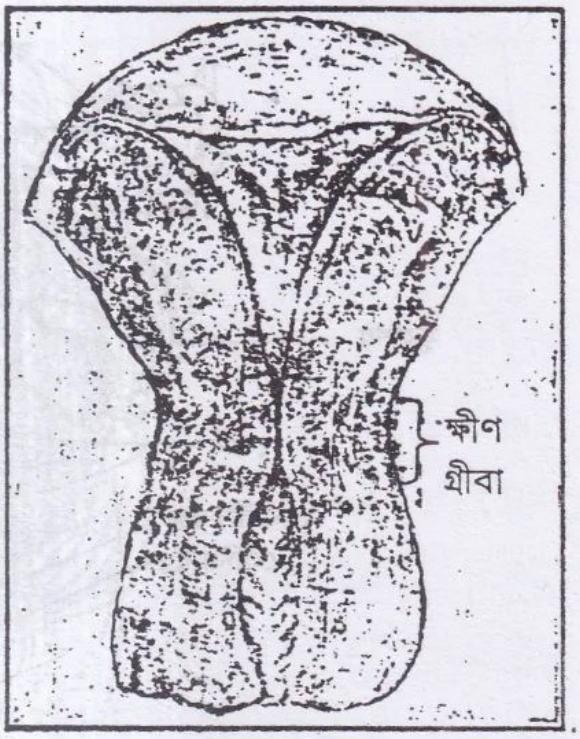

চিত্র ১০ ঃ প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক জরায়ুর সম্মুখছেদন দ্বারা জরায়ু গহ্বর এবং ক্ষীণ গ্রীবার আকার দেখানো হচ্ছে

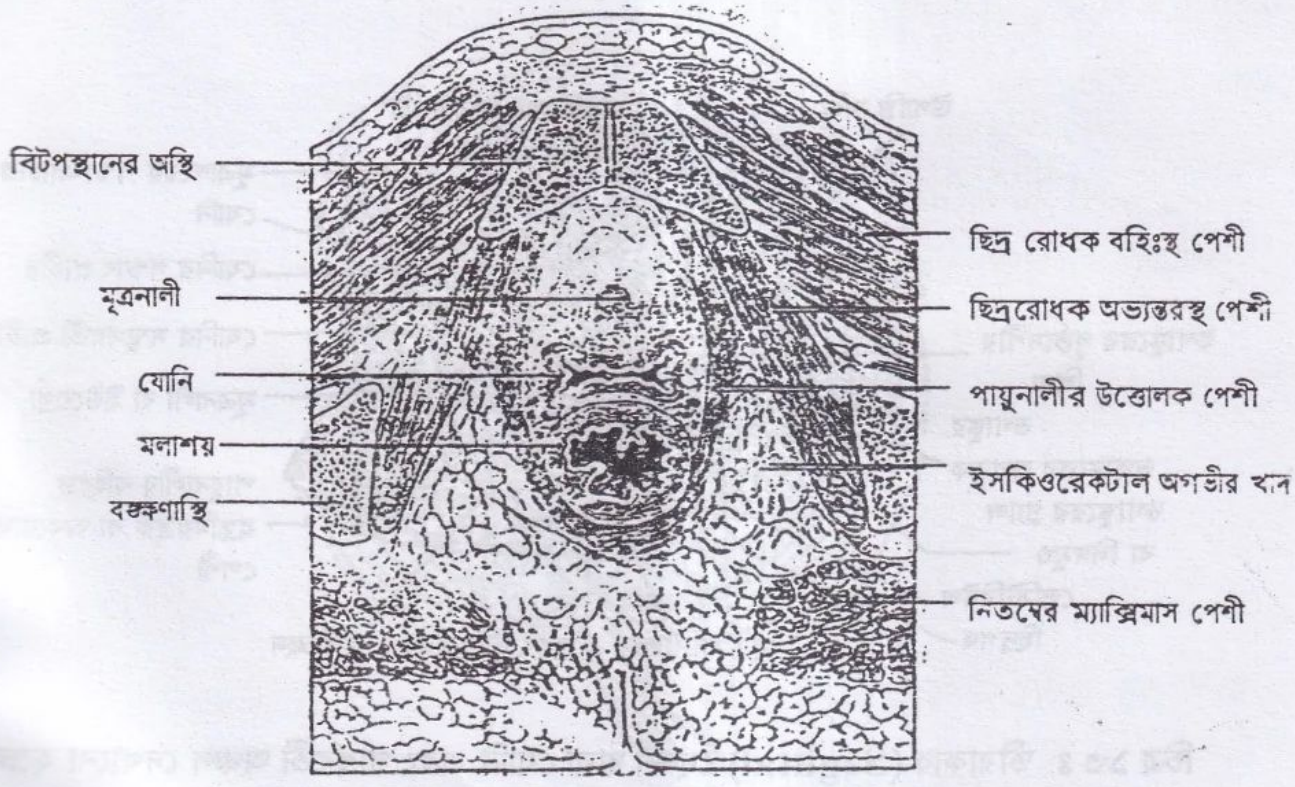

চিত্র ১১ ঃ শ্রোণীর ভিতর আড়াআড়িভাবে ছেদন দ্বারা যোনির H আকারের ফাঁপা অংশ দেখানো হচ্ছে।

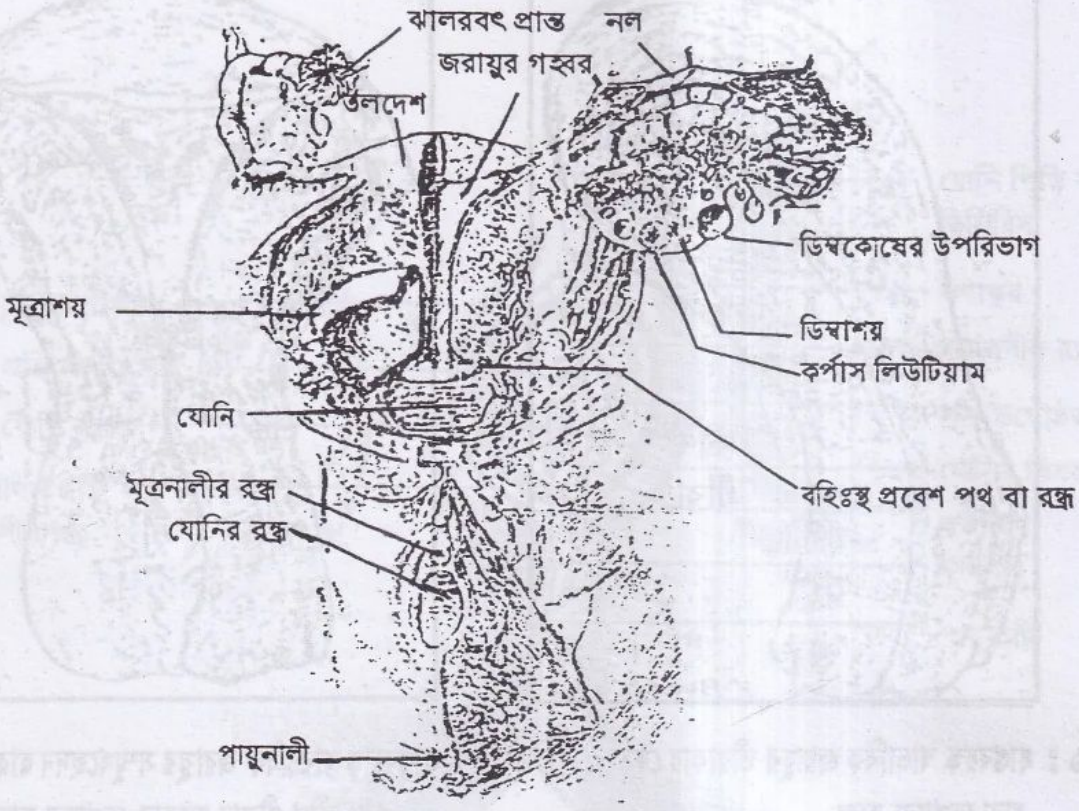

চিত্র ১২ ঃ নারীর জননতন্ত্রের নালী দেখানো হচ্ছে, যাহাতে বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ দেখানো হচ্ছে।

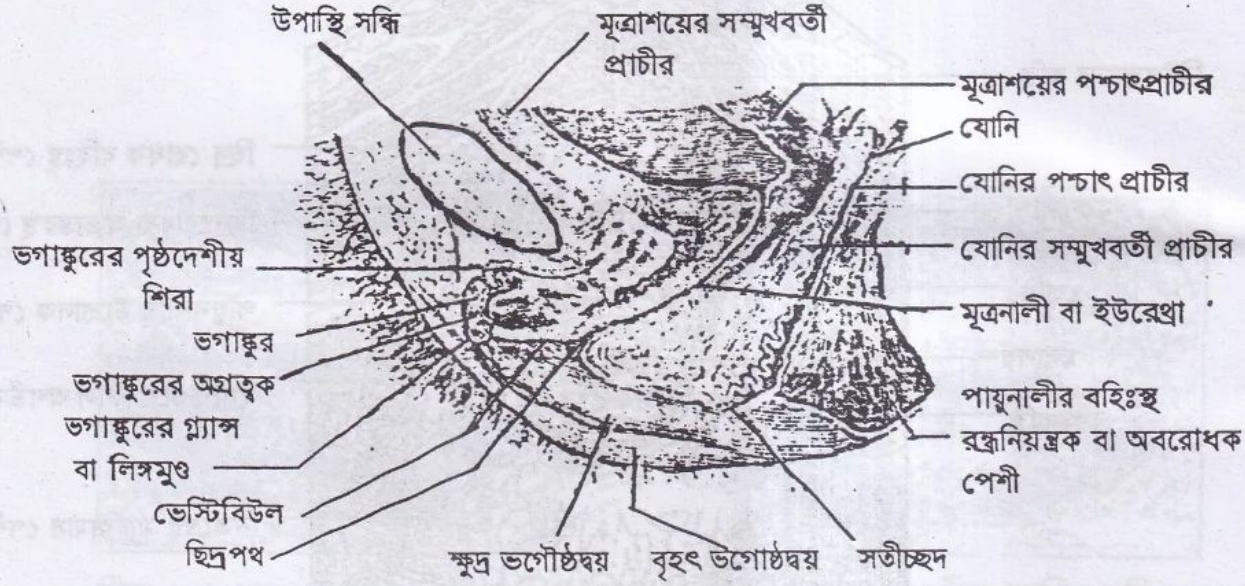

চিত্র ১৩ ঃ তীরাকার (Sagittal) ছেদন দ্বারা যোনি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দেখানো হচ্ছে।

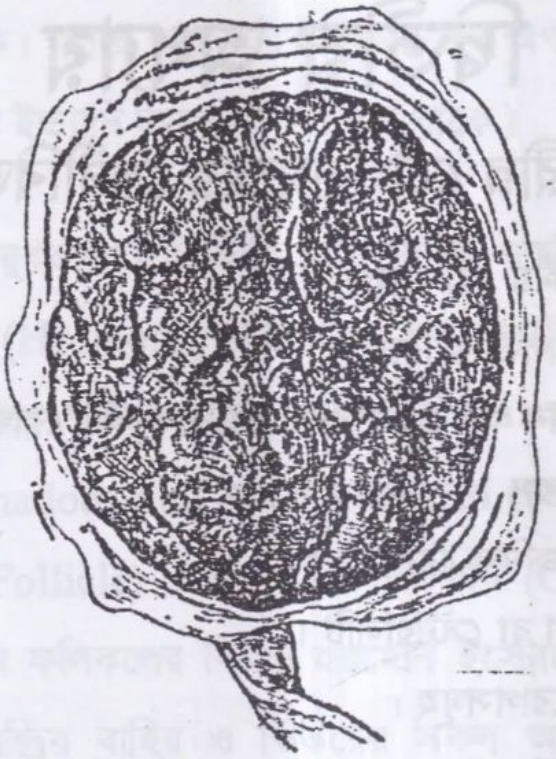

চিত্র ১৪ ঃ স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ গর্ভফুল (মায়ের দিকের তল)।

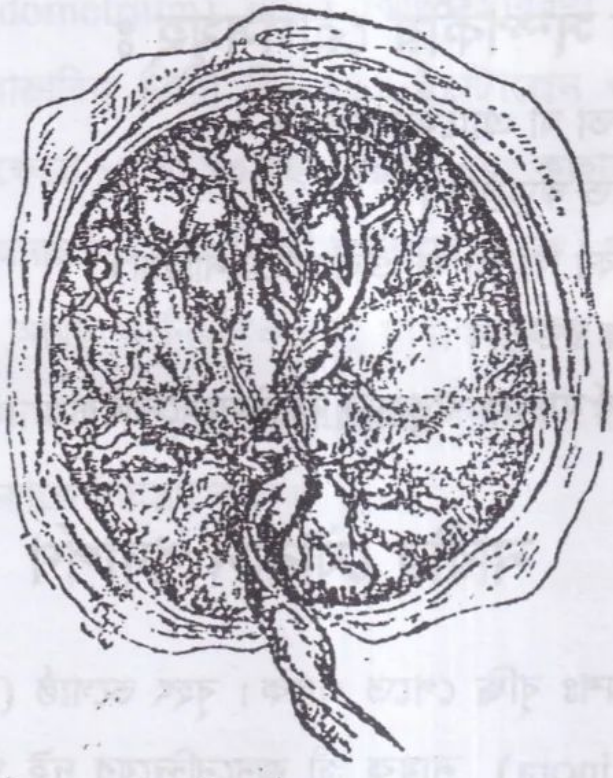

চিত্র ১৫ ঃ একই গর্ভফুলের ভ্রূনের তল ।